স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্য

সম্পাদনা

শান্তিময় খাঁ

লিল্টু মণ্ডল

Swadhinata Paroborti Bangla Katha Sahitya

Edited by

Santimay Khan

Liltu Mondal

ISBN :

© Authors

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০১৯

প্রকাশক

কলিকাতা লেটারপ্রেস

৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০০০৯

বিক্রয়কেন্দ্র

বই ক্যাফে কলিকাতা

৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০০০৯

যোগাযোগ

+৯১ ৯৮৩১৪ ০২৩৩১ । kolikataletterpress@gmail.com

বর্ণচয়ন

রাহুল

কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রণ

নিউ আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স

প্রচ্ছদ

রাহুল ও রূপক দাস

২০০ টাকা

সূচী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : দেশজ-লোকজ ঘরানার শিল্পিত রূপ / দেবব্রত গায়েন ৯

ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' উপন্যাসে আধ্যাত্মিক চেতনা / সৌমিত্র মুখার্জী ১৫

ঢোঁড়াই চরিতমানস : নিরন্তর পথ চলার ইতিহাস / শ্রীজীব তপস্বী ২৩

কথাসাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ীর মহাকাব্যিক সৃষ্টি 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের আধুনিকতা / রূপা কুণ্ডু ২৮

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পবিশ্ব : নানাবিধ বাস্তবতার কোলাজ / অমিত দে ৩৫

দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত ছোটগল্পে "সাম্প্রদায়িকতা বনাম মানবিকতা" / চুমকি সাহা ৪৪

মনস্তাত্ত্বিক গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় / পাঞ্চালী সরকার ৪৮

প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্পে দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার নানামাত্রা / হৃষিকেশ ঘোষ ৫৭

আদিবাসী লোকসংস্কৃতির সমীক্ষা : 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসের আলোকে / সঞ্জিৎ সরকার ৬২

কেয়াপাতার নৌকো : জল-বাংলার মানুষ—প্রকৃতি ও ভাষা বিশ্লেষণের আলোকে / অমরেশ দাস ৭০

বিনতা রায়চৌধুরীর চিত্রনে নারীনিগ্রহ ও নারীপরিসর / ঝুমা পাল ৭৮

গল্পকার রামকুমার মুখোপাধ্যায় / মানস ঘোষ ৮৬

এক চির অতৃপ্তির বাস্তব উপাখ্যান : 'প্রেতযোনী' / পূজা রায় ৯৪

অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'মহানদী' : মহানদী অববাহিকার প্রান্তিক জনজীবনের এক মরমী উপাখ্যান / বিজয় কুমার স্বর্ণকার ১০২

"অভিজিৎ সেনের 'রহু চন্ডালের হাড়' : বাজিকর সম্প্রদায়ের জীবন-আলেখ্য" / শাহ্ নাজ সাহিন ১১১

অপারেশন বর্গা ও অভিজিৎ সেনের 'বর্গক্ষেত্র' / অমিত মণ্ডল ১১৮

অজন্তা-চিত্রের বিশ্লেষণে 'অজন্তা অপরূপা' / তারকনাথ সাহা ১২৫

'উড়াল' : নারী সমস্যার অন্তরালে নারীর জীবন কথা / ড. বিউটি কর্মকার ১৩৫

আত্মসম্ভ্রমে নারী—প্রসঙ্গ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের পাঁচটি উপন্যাস / প্রভাতী কুণ্ডু ১৪০

কনা বসু মিশ্রের "জ্যোতির্ময়ীদের বাঁচতে দাও" :
একান্নবর্তী পরিবার বনাম নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি / শ্যামল মোহন্ত ১৪৭

মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' : শিল্পীর মনোদর্পণ / শিশির সিং ১৫৪

'রানীর ঘাটের বৃত্তান্ত' : এক নারকীয় খেলার সাক্ষী / শিল্পী অধিকারী ১৫৯

বিচিত্র সৌন্দর্যের দেশ কাশী : প্রসঙ্গ নিমাই ভট্টাচার্যের 'গোধূলিয়া' / সুকুমার বর্মন ১৬৬

'সেই নিখোঁজ মানুষ টার সন্ধানে : আফসার আমেদ / ড. রাহুল সাহানা ১৭২

'যদি'-র পরিকাঠামোর নদীর বাঁক / সুলতা হালদার ১৭৮

অনিল ঘড়াইয়ের 'টিটলাগড়ে সূর্যোদয়' উপন্যাস :
প্রবহমান আকাঙ্ক্ষা আর সংস্কারের এক জলছবি / লিল্টু মন্ডল ১৮৩

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্পে গ্রামীণ জীবন / সেক আপতার হোসেন ১৯০

সৈকত রক্ষিতের 'লক্ষ্মন সহিস' গল্প : শৈলী বিশ্লেষণের নিরিখে / শ্যামল রায় ১৯৯

বুদ্ধদেব গুহ'র 'পঞ্চপ্রদীপ' : এক অনন্য সৃষ্টি / ফরিদা ইয়াসমিন ২০৭

বুদ্ধদেব গুহর নির্বাচিত ছোটগল্পে সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলন / শান্তিময় খাঁ ২১৫

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'অর্জুন'—প্রসঙ্গ উদ্বাস্তু সমস্যা /
সদানন্দ অধিকারী ২২৩

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্পে গ্রামীণ জীবন

সেক আপতার হোসেন

১.

সমুদ্রের উপকূল। পড়ন্ত বিকেল বেলা। বালিয়াড়িতে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলেছি। ধীর অথচ আরামদায়ক বাতাসে শরীর ডুবিয়ে ঢেউ-এর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ পেরিয়ে সমুদ্রের অসীমান্তিক সীমানায় চোখ গিয়েছে আঁটকে। এ যেন এক আবিষ্কারের নেশা। কিছু দেখা এখনো বাকি। কিছু খোঁজা এখনো বাকি। হয়তো পেয়ে যেতে পারি কলম্বাসের নতুন ঠিকানা। কিছু গড়া এখনো যে বাকি। অথচ ধ্বংস করে চলেছি। হ্যাঁ ধ্বংস করে চলেছি। হঠাৎ চোখ পড়লো পায়ের তলায়। কারা যেন ছবি এঁকে চলেছে। শিশুদের আপোক্ত হাতের ছোঁয়া নয়, নয় প্রিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেমের আঁকিবুকি; আমাদের মা-কাকীমারা যেমন দক্ষ হাতে আলপনা এঁকে থাকেন কিংবা শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় যেমন গড়ে ওঠে আর্ট, ঠিক তেমনই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাথা নিয়ে বালিয়াড়ির পোকাগুলি গড়ে তুলেছে বেশ বড়ো বড়ো আলপনা। তারা জানে আমাদের পায়ের তলাতেই এর সমাধি। তারা জানে জোয়ারের জল মুছে দেবে তাদের সকল প্রচেষ্টা। তবুও তাদের বিরাম নেই। মিথ ওব সিসিপাসের মতই তারা টিকে থাকে। টিকিয়ে রাখে একটি বিশ্বাস—'আমরা হারতে পারি, হ্যাঁ আমরা হারতে পারি।'

২.

নিঃশব্দ সময়ের দুরন্ত গতিতে আমরা যখন ক্লান্ত, ঝকঝকে অফিসে আমাদের মুখমন্ডল যখন ফ্যাকাশে দেখায়, কর্তব্য আর অধিকারের ঠেলা সামলাতে গিয়ে আমরা যখন পিষ্ট; তখন একটু মুক্তি চাই। পৌঁছে যেতে চাই প্রকৃতির নির্জন কোলে। সে হতে পারে কোনো অজানা গ্রাম, সেখানে পেঁতে পারি সহজ গান, সরল প্রাণ। মেতে উঠি নতুন খেলায়। অশিক্ষিত মানুষ পায় শিক্ষিত হওয়ার আশা। গ্রাম্য মানুষগুলি পায় প্রযুক্তির নেশা। আমরা ভদ্রলোক। শহুরে দরদী ভদ্রলোক। আমাদের দীপ্ত ভাষাভঙ্গি আর উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে তারা পিটিপিটি করে দেখে। কিছু বোঝে কিছু অধরা থেকে যায়। কুসংস্কারের অন্ধগলি থেকে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসি। ধনতন্ত্রের বদ্ধ গলিতে তাদের আবদ্ধ করে নিয়ে আসি। যেমন ভাবে উদ্ধার হতে এসেছিল স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটোগল্পের গ্রামীণ চরিত্ররা। 'হনুমান' গল্পের কদম্বগুছাইত

যন্ত্র-হনুমানকে অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেই যন্ত্র হয়ে ওঠে। 'অষ্ট চরণ ষোলো হাঁটু' গল্পের পবন অশিক্ষার বেড়া জাল অতিক্রম করে নতুন জীবনের আশায় পৌঁছে যায় শহুরে দিদিমনির কাছে। তাকে দেখা যায় হাসপাতালের ফ্রি বেডে পড়ে থাকতে মৃত্যু ধ্বনির অপেক্ষায়। 'সর্ষে ছোলা ময়দা আটা' গল্পের পরান জেনে গেছে শহর তাদের কাছে। তবুও তাকে শহরের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করতে দেখা যায়। এর মাঝেই পরিস্ফুট হয় কদম্ব, পবন, পরানদের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। তাই 'লজ্জামুঠি' গল্পের গঙ্গামণি শহুরে স্বপ্নে বিধ্বস্ত হলেও সীতার মতো দ্বিধাবিভক্ত মা ধরিত্রীর কোলে আত্মরক্ষা করতে সম্মত হয়নি, সম্মত হয়নি জনার মতো শীতল জলে আত্মবিসর্জন দিয়ে বুকের ভার লাঘব করতে। গঙ্গামনি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে তার লজ্জামুঠি। আর এভাবে এরাও যেন বলতে চায়—'আমরা হারতে পারি, তবুও আমরা বাঁচতে পারি।'

৩.

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রথম গল্প ১৯৭২ সালে 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ভূমিসূত্র' ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য—

> "বেছে নেওয়া সব ক'টা গল্পই ছিল মাটির সঙ্গে জড়ানো মানুষদের নিয়ে। কৃষি মজুর, বর্গাচাষি, ভূমি সংস্কার করতে আসা সরকারি কর্মচারি, জোতদার, এরাই ছিল সব মুখ্য চরিত্রে। বইটার নাম দেব ভেবেছিলাম 'মা-মাটি-মানুষ'। একটি গল্পে ভূমিহীনদের বিলি করা জমি কী ভাবে আবার পুরনো মালিকের কাছেই ফিরে যায়, সেই কাহিনী বলা ছিল। গল্পটার নাম ছিল 'ভূমির নিত্যতা সূত্র'। পদার্থবিদ্যার 'শক্তির নিত্যতা সূত্র' মাথায় রেখে ওই নামকরণ, যে সূত্রের প্রতিপাদ্য হল, শক্তির বিনাশ নেই। সে কেবল রূপ পাল্টায়। শেষ পর্যন্ত বইটির নাম 'ভূমিসূত্র' রাখলাম।"[১]

স্বপ্নময় চক্রবর্তী গ্রামজীবনের বলিষ্ঠ কথাকার। রাজনীতি-কূটনীতি-যান্ত্রিকতা-মানবতার অবক্ষয় ধরা পড়েছে তার গল্পে। সেই সঙ্গে দেখানো হয়েছে 'সভ্য' সভ্যতার অসভ্যতা। যাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের সমাজ। মানুষ তো পুতুল আর পুতুল খেলার কারিগরও মানুষ—এই দৃষ্টিতে পরিবর্তিত হচ্ছে 'অটল নিয়তি'। স্বপ্নময় চক্রবর্তী এভাবে স্বপ্নশূন্য বাস্তব-গ্রামজীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তুলির নতুন ক্যানভাসে।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্প আলোচনার পূর্বে তাঁর গল্পের মূল সুরগুলি দেখে নেওয়া যাক। যথা—

ক। স্বপ্নময় ছিলেন শহরের নাগরিক। তিনি একদিকে যেমন শহুরে সভ্যতার যান্ত্রিকতার চিত্র তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে তেমনই তাদের কূটনৈতিক প্রকৌশল দেখানো হয়েছে।

খ। স্বপ্নময় চক্রবর্তী ছিলেন গ্রামের মানুষদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। যারা অসহায় অথচ বাঁচার লড়াইতে সদা প্রস্তুত এমনতর চরিত্রগুলি তাঁর গল্পরসের উপস্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

গ। গল্প-আঙ্গিকের দিক থেকেও তাঁর গল্পগুলি স্বতন্ত্র। তিনি কখনো উপন্যাসের আবহে ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন আবার সাংকেতিক শব্দ প্রয়োগে সংক্ষিপ্ত পরিসরে গভীর ভাবনা উপস্থাপন করেছেন। আর এভাবেই তাঁর রচনাগুলি মনস্তাত্ত্বিক আবহে বাংলা গল্পের ধারায় নতুনত্ব ফুটিয়ে তুলেছে।

গ্রাম জীবনকেন্দ্রিক ছোটোগল্পে যে বিষয়গুলি পরিস্ফুট হয়েছে—

ক. জেলে মাঝি এবং জঙ্গল নির্ভর মানুষের জীবনকেন্দ্রিক বিষয়।
খ. যন্ত্র সভ্যতা ও মানব সভ্যতার দ্বন্দ্ব কেন্দ্রিক বিষয়।
গ. রাজনীতির টানাপোড়েনে বিধ্বস্ত জীবন কেন্দ্রিক বিষয়।
ঘ. শহুরে সুবিধাবাদ কেন্দ্রিক বিষয়।
ঙ. ক্রুর নিয়তি কেন্দ্রিক বিষয়।

জেলে মাঝি ও জঙ্গলনির্ভর মানুষের সঙ্কটময় জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'সর্ষে ছোলা ময়দা আটা' গল্পটির মধ্যে। পরান ও তার দুঃস্থ মা পেটের দায় মেটানোর জন্য হোটেলে কাজ করে। জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনার জন্য সে জেলে মাঝিদের দলে কাজ নিয়েছে। এমন সময় শহর থেকে সমুদ্র উপকূলে বেড়াতে আসা ডাক্তার দিদিমনিরা জানায় পরানের বুকে পোকা (রোগ) লেগেছে। তাকে শহরে নিয়ে যেতে চায়। নিজের বাড়িতে কাজের লোক হিসেবে রাখতে চায়। গল্পকার পরানদের জীবনের নানা সংকটময় মুহূর্ত ও অন্ধকারময় ভবিষ্যতের চিত্র তুলতে গিয়ে খুলে দিয়েছেন সভ্য সমাজের মুখোশ। এই শিক্ষিত ডাক্তারের প্রতি অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষদের জিজ্ঞাসা—

> '—ডাক্তার দিদিমনি, আমার পরিবারের পেটের বেদনাটা একুনো চলছে, শ্যালদায় আপনার ওখেনে তিনবার গেলাম, বত্তিরিশ টাকা পিতিবারে দিলাম, ওষুধের জন্য এঁড়েটা বেঁচলাম—কিন্তু...'[২]

উত্তর মেলে না, মেলে আশ্বাস—অন্য আরেকটা চেম্বার আছে, কম টাকায় রোগী দেখার ব্যবস্থা আছে। রোগ কেনো ভালো হল না, তার উত্তর পাওয়া যায়নি। এভাবে স্থান পাল্টায়, বিশ্বাস পাল্টায়; জেলে মাঝিদের দুরবস্থা থেকে যায়।

সেই সঙ্গে এ গল্পে রয়েছে জঙ্গল নির্ভর মানুষের জীবন। পরানের বাবাকে কেন্দ্র করে তা বর্ণনা করা হয়েছে। জঙ্গলনির্ভর জীবন অর্থাৎ অদৃষ্ট নির্ভর জীবন। জঙ্গলে যাবার আগে ঘুটখালির চড়ায় দখিনরায়ের নাম করে মুরগি দিতে হয়। পরানের বাবা জঙ্গল থেকে ফেরেনি, মনে করা হয় তার দেওয়া মুরগিতে কোনো দোষ ছিল। জঙ্গলে কোনো অশরীরী 'কু' ডাকে মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয় দুখে চরিত্রের মৃত্যুও মর্মান্তিকভাবে অঙ্কিত হয়েছে। জঙ্গলে মধু নেওয়ার পরিবর্ত শর্তে ধনা মৌলে দুখেকে বাঘের মুখে নিক্ষেপ করে। আর এভাবেই নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন উপর তলার মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয়, অত্যাচারিত হয়। যেমনভাবে পচতে থাকা একটা বিরাট সামুদ্রিক কচ্ছপের পচা গন্ধ শুকোতে থাকা লটে, শঙ্কর, ফ্যাঁসা, চিংড়ি, চাঁদা প্রভৃতি মাছের গন্ধকে চাপা দেয়। তেমনি এই জনজাতির জীবনে একটি দুঃখ অপর দুঃখকে চাপা দেয়, সুখের দেখা মেলে না। এটাই গ্রামীণ জীবন, এটাই গ্রামের নিয়তি। গল্পকার জানালেন—

> 'ঘুমের মধ্যে পরান স্বপ্ন দেখল বনবাদাড় ভেঙে একটা বাঘ আসছে—বাঘটার সামনের দাঁত দুটো সোনা বাঁধানো—মা বনবিবি এসে ওকে কোলে তুলে নেয়। বনবিবির মুখটা তার মায়ের মত অবিকল।'[৩]

—একদিকে মৃত্যু অন্যদিকে জীবন। একদিকে মহাদেব দাস অন্যদিকে মা। এর মধ্যবর্তী টাকার লোভ সামলাতে পারেনি পরান। তাই জেলে মাঝির কাজে সে যোগ দেয়। কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনি পরানদের জীবনের গতিপথ। ডাক্তার দিদিমনি জানায়—

> 'তোর দুঃখ আমি বুঝি রে পরান, তাই তো বলছি মাছের ঐ পচা কাজ ছেড়ে কলকাতা চল আমাদের কাছে।'[৪]

ধনতন্ত্র আর ভোগবাদী সভ্যতার গোলামি থেকে মুক্ত হতে পারে না কেউ। পরান কি করে পারবে উচ্চ মাইনে আর স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ সামলাতে? পারেনি। সোনার উজ্জ্বলতায় হারিয়ে যায় বাঘের কথা। হয়তো হারায় না। থেকে যায় অবচেতন মনের গোপন কোনে। পরানের স্বপ্নে তাই আবার ধরা দেয়—

> 'শ্মশান ঘাটের বুড়ো বটতলার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে হাটতলায় সে রাস্তায় ঝুড়ি মাথায় দৌড়াচ্ছে ধনা মৌলে, ঝুড়ির উপর হাত পা ছিটিয়ে কাঁদছে পরান। ধনা মৌলের গায়ের চামড়ার ডাক্তার দিদিমনির শাড়ির মতো ফুল ফুল ছাপ।'[৫]

—এভাবে ডাক্তার দিদিমনি হয়ে যায় ধনা মৌলে, শহর হয়ে যায় মৃত্যুফাঁদ। তবুও

পরান রেলগাড়িতে ওঠে। রেলগাড়ির 'ভোঁ' শব্দে জঙ্গলের মিথ্যে 'কু' শোনা যায়। শোনা যায় ট্রেনের চাকার শব্দে ধনা মৌলের পায়ের ঘুঙুরের শব্দ। আর মনে পড়ে আলোমণির কথা, যে শহরে গিয়ে আর ফেরেনি। পরান জানে এ পথ স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন পূরণ করে না। তবুও এগিয়ে যেতে হয় পরানকে। কারণ পরান জানে—'মোদের ইচ্ছায় কি মোদের জীবন চলে?'। চলে না। তবু চলা কি থামানো যায়? অন্তত যতদিন জীবন থাকে। জীবনের স্বপ্ন থাকে।

এ স্বপ্নই দেখেছিল 'অষ্ট চরণ ষোলো হাঁটু' গল্পের পবন। গল্প বিষয়ে দেখা যায়—একটি অন্ধ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে কয়েক দশক ধরে একটি পরিবার বুকের রক্ত দিয়ে যাচ্ছে। কারণ—সিংহ বংশের পূর্ব পুরুষ দেবীর ভোগের মাংস পুজোর আগে চুরি করেছে, তাই দেবীর নির্দেশে বুকের রক্ত দিয়ে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তার মৃত্যুর পর তার বড় ছেলেকে এ কাজ করতে হবে। যদি ছেলে না হয় তবে আবার বিয়ে। এই নির্মম অভিজ্ঞতা লাভ করে শহর থেকে বেড়াতে আসা শিক্ষিত ভদ্রলোক। এই অন্ধবিশ্বাস থেকে তারা গ্রামকে জাগাতে চায়। গল্পে দেখা যায়—

> 'অভিরাম হঠাৎ পড়ে যায়...অভিরামের জ্ঞান নেই। মনীষা নাড়ি দ্যাখে। বলে—সকাল থেকে উপোস তাই না? কটা বাতাসা টাতাসা দাও শিগগির। হাইপোগ্লাইসিমিয়া। কিছু খায় নি তো, সুগার লেবেল নেমে গেছে।'[৬]

জল বাতাসা মুখে দিতেই কী আশ্চর্য—উঠে পড়ে অভিরাম। শিক্ষার একি দাম। শহুরে সভ্যতার একি মোহনীয় পরিনাম। এ আকর্ষণেই পবন আসে শহরে। শহুরে মানবিক (!) মন প্রতিশ্রুতি দেয় পবনকে ভালো ট্রেনিং দিয়ে জীবন গড়ে তোলার। অথচ বেশ কিছুদিন পর শোনা যায়—

> 'দারুণ ছেলেটা দিয়েছো...আমার কাছেই রেখে দিয়েছি, গাড়িটা মোছে, টুকটাক কাজ করে। খুব অনেষ্ট। ছাদে কয়েকটা মুরগি রেখে দিয়েছি, তোমার পবনই দেখা শোনা করে। যখন জানলাম ও দুধও দুইতে পারে, গ্যারেজে পার্টিশন করে একটি জার্সি গরুও কিনে দিলাম ওকে। খাঁটি দুধ খেয়ে ওর চেকনাই এসে গেছে, দেখলে চিনতে পারবে না।'[৭]

শহরে শিক্ষিত মানুষেরা ঠিকই বলেছে। দেখলে চেনা যায় না পবনকে। কারণ—

> 'পবনের নাকে অক্সিজেনের নল। বাঁদিকটা প্যারালিসিস হয়ে যাচ্ছে...।'

—তাই পবন পড়ে থাকে হাসপাতালের ফ্রি বেডে। এখন তার চোখে আর স্বপ্ন ভাসে না। শহুরে স্রোতের জোয়ারে মনের উপকূলে রাঙা ছবিগুলো ফ্যাকাসে দেখায়।

পবন গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল জীবন গড়ার লক্ষ্যে, হাজির হয়ে গেছে মৃত্যুর দোরগোড়ায়।

> 'অষ্টচরন ষোল হাঁটু মাছ ধরতে গেল লাটু শুকনো ভূমে পেতে জাল
> মাছ ধরে সে চিরকাল'[৮]

একদিন পবন তার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছিল—'ঘরের কোনোয় মাকড়সার জাল, জালে পোকামাকড় বসে আছে, মহারাজ' কিন্তু পবন বুঝতে পারে নি এ শহরের 'শুকনো ভূমে' পাতা জালে হারিয়ে যাবে তার জীবনের ছন্দ।

রাজনীতির রথচক্রে পিষ্ট গ্রামীণ জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'পতাকার কাপড়' গল্পটির মধ্যে। এক্ষেত্রে কেবল দলিত মানুষের করুণ অবস্থা দেখানোই এ গল্পের উদ্দেশ্য নয়, সেইসঙ্গে দেখানো হয়েছে অন্ধভক্তি সুলভ গ্রাম্যতা থেকে আত্ম সচেতনতার জাগরণের চিত্র। কারখানা বন্ধ। পার্টির নেতা বললেন তেলেভাজার দোকান দিতে। সে আগেও পার্টি মিছিল করতো, দোকান দিয়েও করে। এম.এল.এ পর্যন্ত তার সঙ্গে পার্টির বিষয়ে আলোচনা করে। রসময় তাই গরম গরম তেলেভাজা পাঠিয়ে তার নরম মনে আনন্দ অনুভব করে। এটা কেবল তার কর্ম নয়। এটা তার কাছে একটা সামাজিক দায়িত্ব। সে মনে প্রাণে একজন কমরেড্। তাই একদিন দান করতে গিয়েও সে স্মরণ করে—

> 'রসময়ের একবার ইচ্ছে হয়েছিল পয়সা না নিয়ে গরম গরম বেগুনি দেয়। তক্ষুনি মনে হল ছিঃ এটা ভিক্ষা না, সংগ্রামী তহবিল।'[৯]

ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনেও রসময়ের মনে জাগ্রত থাকে এই রাজনৈতিক শ্রদ্ধা। তাই তার মেয়ে যখন আলুর চেলি ঢেকে নিয়ে আসে পার্টির কাপড়ে তখন রসময় ক্রোধে পাগল হয়ে যায়।

> 'এ কি, কী দিয়ে চপ ঢেকেছিস? সপাটে থাপ্পড় মারে মেয়েটার কান বরাবর।'[১০]

অবশ্য কয়েকদিন পর দেখা যায়—পার্টি অফিসের সামনে পার্টি নেতার অভিজাত তেলেভাজা দোকান। দোকানের সাইনবোর্ড - 'মুখবদল'। কেবল মুখের স্বাদ বদল নয় অন্তরও বদলেছে পার্টি নেতার বদলে যায় রসময়ের চেতনাও। যারা মাথায় হাত বুলিয়ে পেটে মারে এ কেমন পার্টি? যে রসময় মেয়েকে মেরে গর্ব অনুভব করেছিল সে রসময় এখন কাঁদছে। লেখকের বর্ণনায়—

'কান্নায় ভেসে যায় রসময়, দড়িতে ঝুলছিল কাপড়টা, ওটা খামচে ধরে রসময়। তারপর ওর মধ্যে মুখ লুকোয়, চোখ লুকোয়, আর নেকড়াটা শুষে নেয় জল।'[১১]

শ্রদ্ধা মিশ্রিত ঝান্ডার কাপড় এখন 'ন্যাকড়া'। এর মধ্যে ধরা পড়েছে রসময়ের চেতনার জাগরণ। এভাবেই ভন্ড দেশপ্রেমিক নেতাদের অমানবিক সত্তার পরিচয় তুলে ধরেছে 'পতাকার কাপড়' গল্পটি।

যন্ত্র সভ্যতা ও মানব সভ্যতার দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে 'হনুমান', 'এ জীবন লইয়া কি করিব', 'লজ্জামুঠি' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে।

'হনুমান' গল্পে দেখানো হয়েছে গ্রামীণ সরল চরিত্র আমাদের সভ্য সমাজের প্রয়োজন মেটাতে কিভাবে যন্ত্র হয়ে উঠছে। এ গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র কদম্ব। বিভিন্ন উৎসবে সংসাজা তার পেশা। সাগর মেলা উৎসবে সে হনুমান সেজেছে। কিন্তু সে দেখতে পায় হনুমান রূপ ধারী মানুষের চেয়ে যন্ত্র হনুমানের কদর বেশী। ক্রমে দেখা যায় মানুষ হনুমান যন্ত্র হনুমানের শরণ নিয়েছে। যন্ত্রের তৈরি রাম সীতার পাশে রাম ভক্ত হনুমান রূপে কদম্ব স্থান করে নিয়েছে। গল্পকারের বর্ণনায়—

"রাম সীতার শরীর থেকে হালকা গোঁ গোঁ শব্দ আসছে। মোটরের রামের মুখ আস্তে আস্তে রামের দিকে ঘুরে যায়। রামের হাত সীতার দিকে, সীতার হাত রামের দিকে। হাতে হাতে স্পর্শ। অমনি কদম্ব দুহাত তুলে 'জয় শ্রীরাম' চেঁচিয়ে ওঠে।"[১২]

লক্ষণীয় বিষয় 'মানুষের মতো পুতুল আর পুতুলের মতো মানুষ দেখতে আসা লোকজনের সঙ্গে হাজির হয় তার স্ত্রী প্রতিমা ও দুই ছেলে। তারাও সীতাকে দেখে হনুমানকে দেখে পয়সা ছুড়ে দেয়। দীর্ঘদিন বাড়ি ছেড়ে আসা কদম্ব প্রতিমার কণ্ঠস্বর শুনে স্মৃতি বিজড়িত ভালোবাসায় বিগলিত হয়। কিন্তু বাইরে তার কোনো প্রকাশ নেই। সে এখন ভক্ত হনুমান থেকে যন্ত্র হনুমান হয়ে ওঠার সাধনায় রত।' গল্পের পরিনামে দেখা যায়—মানুষ-হনুমান যন্ত্র-হনুমান হয়ে উঠেছে। প্রাবন্ধিক জানান—

'তারপর রামসীতার আরও বহুবার ঘাড় ঘোরাবার পর রামসীতার ঘাড়ে ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ হবার দরুন রামসীতার ঘাড়ে একটু গ্রীজ মাখাবার জন্য ধুতিপরা একজন রামের পেছনে গিয়ে রামের সঙ্গে ব্যাটারির কানেকশান কেটে দিল। রাম স্থির, সীতা স্থির। কদম্বের পিছনের সঙ্গে যদিও ব্যাটারির কোনো সংযোগ ছিল না, তবু দেখা গেল, ঠিক তখনই তখনই ঠিক কদম্বের হাত নেতিয়ে পড়ল, ঘাড় ঢিলে হয়ে গেল এবং মাথা থেকে পড়ে গেল রাংতার মুকুট।'[১৩]

—এখানে মানুষ যন্ত্র হয়ে উঠেছে, কিন্তু মিথ্যে অনুকরনে সার্থকতা নেই। হয়তো আবার রাম সীতার যন্ত্র নতুনের মতো জেগে উঠবে, কিন্তু কদম্ব গুছাইতের পক্ষে আর সম্ভব নয়।

'এ জীবন লইয়া কী করিব গল্পে' দেখানো হচ্ছে যন্ত্র সভ্যতার কাছে মানুষের আত্মসমর্পনের কথা। অন্যদিকে 'লজ্জামুঠি' গল্পে রয়েছে একটি মেয়ের আত্মত্যাগ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস। গঙ্গামনির কাঙ্খিত সন্তান সুচিত্রা। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চোখের আড়ালে থাকে সুচিত্রা। পরবর্তী দুই ভাইয়ের পড়াশোনার জন্য সুচিত্রাকে স্কুলের কিশলয় ছেড়ে লোকের বাড়িতে কাজ করতে যেতে হয়। যাওয়ার পথে ভাইদের প্রতি তার আবেগ মাখানো কণ্ঠস্বর—

> 'ভালো করে পড়িস্, সব অঙ্ক রাইট করিস্, সব বানান ঠিক করিস্। ফাস্ হলে চাকরানী দিদিকে চিঠিতে লিখিস্, খাতা লাগলে কাগজ কিনিস্ টিপিন বেলায় নজেস খাস্।'[১৪]

এই স্নেহ ভালোবাসা ছেড়ে সুচিত্রাকে থাকতে লোকের বাড়িতে। তাতে সুচিত্রার কষ্ট নেই। কারণ, সুচিত্রা জানে তাদের সমাজ তাদের মতো মেয়েদের শৈশব নেই। তাকে টিকে থাকতে হবে সংসার ধর্ম পালনের জন্য। তাকে সুন্দরী হয়ে উঠতে হবে। কর্ম নিপুনা হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু দেখা যায় 'মিকশি' মেশিনের ছোবলে তার এক হাতের আঙুলগুলি কেটে যায়। ক্ষতবিক্ষত হাত নিয়ে বেঁচে থাকা মেয়েদের কাছে লজ্জাজনক। বিশেষভাবে তখন যখন তার কুৎসিত হাত দেখে পরিবারের লোকেরাই পিছিয়ে যায়। খুতগ্রস্ত সুচিত্রা হয়ে যায় সমাজ উপেক্ষিতা। এর পরেই ঘটে সুচিত্রার চেতনার জাগরণ। গল্পকারের বর্ণনায়—

> 'মাটি ফেটে যায়, দুভাগ হয়। মা ধরিত্রী বলে আয়, কোলে আয় শান্তি নে। সুচিত্রা তার লজ্জামুঠি খুলে ধরে। ময়ূর পাখনার মতো খুলে যায় হাত। বাতাস নাড়িয়ে তার তুমুল নিষেধ—যাঁব না, যাব না, কালো দীঘির জল বলে আয়, আয় শান্তি নে। হাতের নিষেধে ওর যাব না যাব না।'[১৫]

—এ কেবল একটি মেয়ের প্রতিবাদ কিংবা বেঁচে থাকার আকঙ্খা প্রকাশ নয়—এর মধ্যে গভীর সত্য নিহিত। একদিন সীতা প্রবেশ করেছিল পৃথিবীর মধ্যে। জন সমাজ তাকে আজও সম্মান দেয়। সমাজ ও সাহিত্যে বহু নারী আত্মত্যাগের মাধ্যমে নিজের সম্মান বাঁচিয়ে ছিল। সমাজ তাদের দেবী রূপে বরণ করে। কিন্তু এগুলো কেবল নারীর আত্মত্যাগ ছিল না, এর মধ্যে বিসর্জিত হয়েছিল নারীর অধিকার, নারীর মর্যাদা। অবশ্য এর মধ্যেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ আজও আত্মগরীমা অনুভব করে এবং এই অহংবোধ জাগিয়ে রাখার জন্যই 'দেবী' উপাধি প্রদান। আলোচ্য গল্প হয়ে উঠতো এমনই এক

স্নেহশীল মেয়ের আত্মত্যাগের ইতিহাস। কিন্তু কেবল মেয়ে বলে তাকে হারিয়ে যেতে হবে? একবিংশ শতাব্দির সমাজ এমন অনেক দৃষ্টান্ত বহন করে। কিন্তু সুচিত্রা হয়ে উঠেছে তাদেরই একজন যাদের পরিবার উপেক্ষা করেছে, সমাজ উপেক্ষা করেছে, যন্ত্র সভ্যতা উপেক্ষা করেছে আর এসমস্ত উপেক্ষার বলয় কাটিয়ে যারা আপন অস্তিত্বের পরিচয় রেখে গিয়েছে।

আর এভাবেই স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটোগল্পের গ্রামীণ চরিত্ররা চেতনার স্বর্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। তারা 'মিথ ওব সিসিপাস', তারা সমুদ্র উপকূলের সেই অবহেলিত প্রাণী যারা হারতে পারে কিন্তু লড়াই করতে ছাড়ে না।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. আমার প্রথম বই, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ০২.০৮.২০১৫

২-৫. সর্ষে ছোলা ময়দা আটা, শ্রেষ্ঠগল্প, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং

৬-৮. 'অষ্ট চরণ ষোলো হাঁটু' শ্রেষ্ঠগল্প, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং

৯-১১. পতাকার কাপড়, শ্রেষ্ঠগল্প, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং

১২-১৩. হনুমান, শ্রেষ্ঠগল্প, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং

১৪-১৫. লজ্জামুঠি, শ্রেষ্ঠগল্প, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং